বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ)
Seed Certification Agency (SCA)
www.sca.gov.bd

পরিচিতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রথম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) আওতায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বীজের মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালের ২২ জানুয়ারী কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বীজ অনুমোদন সংস্থা নামে বর্তমানের বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের (যেমন ধান, গম, পাট ও আলু) বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় বীজনীতির আলোকে দেশে একটি শক্তিশালী বীজশিল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে এর প্রত্যয়ন সেবা ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন থেকে শুরু করে মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল খামারে বীজের মান পরীক্ষা, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ পর্যন্ত সম্প্রসারিত। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ-

প্রকল্প বাস্তবায়ন

সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রজেক্ট (মার্চ/২০০৮-জুন/২০১০) সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ছিলো ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং বর্তমান সরকারের মোট ব্যয় করা হয় ৫ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। তাছাড়া বীজমান উন্নয়নে মাঠ প্রত্যয়ন আধুনিকায়ন ও জোরদারকরণ কর্মসূচি (জুলাই/২০১২-জুন/২০১৫) এবং ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (আইএপিপি)- এসসিএ সাব কম্পোনেন্ট (জুলাই/২০১১-জুন/২০১৬) চলমান রয়েছে এবং এগুলির অগ্রগতি সন্তোষজনক। বীজমান উন্নয়নে মাঠ প্রত্যয়ন আধুনিকায়ন ও জোরদারকরণ কর্মসূচি এবং ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (আইএপিপি)- এসসিএ সাবকম্পোনেন্ট এর মোট বরাদ্দ যথাক্রমে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬ কোটি ৩৬ হাজার টাকা। বিগত সাড়ে চার বছরে উল্লিখিত কর্মসূচি ও প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় যথাক্রমে ৩৪ লক্ষ ৯০ হাজার এবং ২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি কর্মসূচি ও প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় যথাক্রমে ৩৪ লক্ষ ৯০ হাজার এবং ২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (আইএপিপি) এর অর্থায়নে খরা প্রবণ উত্তরাঞ্চলের রংপুরে একটি বীজ পরীক্ষাগারের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলে পটুয়াখালী জেলায় একটি বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন প্রক্রিয়াধীন।

জাত ছাড়করণ/ নিবন্ধন

নোটিফাইড ফসল যথা : ধান, গম, পাট, আলু ও আখের মোট ৭৭টি জাত ছাড়করণ/নিবন্ধন করা হয়েছে। এতে কম জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের ফলে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনেও তা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভা

মাঠ পরিদর্শন

এ সময়ে অত্র সংস্থা কর্তৃক ধানের ৬৫,৫১৫ হেঃ, গমের ১৩,৪০৮ হেঃ, পাটের ১১,৬৫৬ হেঃ এবং আলুর ৫,৭০০ হেঃ বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন করা হয়েছে। পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ বীজ ফসলের জমি প্রত্যয়নের আওতাভুক্ত হওয়ায় দেশের পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরে বীজের মান সার্বিকভাবে উন্নত হয়েছে। দেশের হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত ২০১২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ হেক্টরপ্রতি দানাশস্য উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

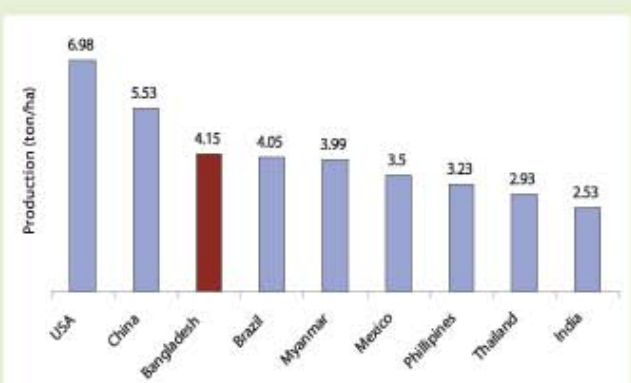

হেক্টর প্রতি দানাশস্যের উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় (বিশ্ব ব্যাংক ২০১২)

বীজ পরীক্ষা ও গ্রো-আউট টেস্ট

সরকারি বীজ পরীক্ষাগারসমূহে মোট ৩০,১৬৪টি বীজ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে, বীজের পরিমাণ ১,৫৮,২৩৫ টন। জাতের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য কন্ট্রোল খামারে ধানের ৩,৬০৬টি, গমের ৯২১টি, পাটের ৫২৪টি এবং আলুর ৭৭০টি লটের প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো-আউট টেস্ট সম্পাদন করা হয়েছে। এতে চাষি পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজের প্রাপ্তি, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে।

কন্ট্রোল ফার্মে জিইউএস পরীক্ষণ

প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ

বিভিন্ন ফসলের ও শ্রেণির ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ১৩৮ টন প্রত্যায়িত বীজের অনুকূলে প্রায় ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

মার্কেট মনিটরিং

বীজ ডিলার/দোকান পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহসহ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করায় ভেজাল বীজের বাজারজাতকরণ হ্রাস পেয়েছে। মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় তা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে অবদান রাখছে।

প্রচার ও প্রকাশনা

বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্বলিত মোট ২৭৪৫৫টি প্রকাশনার কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। ১২টি কৃষি/বীজ/তথ্যপ্রযুক্তি মেলায় অত্র সংস্থা কর্তৃক সফলভাবে বীজ প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

৮০টি স্থানীয় প্রশিক্ষণে প্রায় ২৬০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ৬টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফরে মোট ২২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। আয়োজিত ১৩টি মাঠ দিবস ও ৯টি কর্মশালায় কৃষক-কৃষানীসহ সরকারি-বেসরকারি সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ২৬৪০ জন অংশগ্রহণ করেন।

ভবন নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন সংগ্রহ

তিন তলা বিশিষ্ট ৪টি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার ও ১টি জাত পরীক্ষাগার ভবনসহ ১টি কম্পিউটার ল্যাব, ১টি প্রশিক্ষণ কক্ষ ও ১টি ডরমিটরি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে । নির্মিত পরীক্ষাগারসমূহের জন্য ELISA test kit, Spectro-photometer, PCR (Polymerase Chain Reaction) Machine, Electrophoresis unit, Water purification unit, Gel Documentation Machine সহ DNA Fingerpriting সংক্রান্ত ও অন্যান্য উন্নতমানের ল্যাব যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়েছে। জাত পরীক্ষাগারের জন্য একটি জেনারেটর সংগ্রহ করা হয়েছে। বীজমান উন্নয়নে মাঠ প্রত্যয়ন আধুনিকায়ন ও জোরদারকরণ কর্মসূচির অর্থায়নে মাঠ প্রত্যয়ন সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রকল্পের অর্থায়নে একটি এবং আইএপিপি প্রকল্পের অর্থায়নে দুটি পিকআপ ভ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া উল্লিখিত কর্মসূচি ও প্রকল্প দুইটির কার্যক্রমের ফলে মানবসম্পদ উন্নয়নসহ সার্বিক বীজ প্রত্যয়ন সেবা জোরদার হয়েছে।

ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণ

কৃষিবান্ধব সরকারের রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সংস্থার স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটটিকে (www.sca.gov.bd) ডায়নামিক ওয়েবসাইটে রূপান্তর করে অনলাইনে রিপোর্টিং ও ডাটাবেইজ সংরক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

জনবল নিয়োগ

তৃতীয় শ্রেণির ১০ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির ৭ জন কর্মচারি-সর্বমোট ১৭ জন কর্মচারী নিয়োগ লাভ করে। অত্র সংস্থার প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নিয়োগ ও পদোন্নতি বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার সংশ্লিষ্ট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষি মন্ত্রণালয়